মেহেরপুরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

“স্নায়ু বৈচিত্রকে বরণ করি, টেকসই সমাজ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অটিজম সচেতনতা বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এছাড়াও সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ায় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বলেছেন, “অটিজমে আক্রান্ত প্রতিটি শিশুই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষতা থাকে। এমন অনেক শিশু আছে, যারা অটিজমে আক্রান্ত হলেও মাত্রা কম; তারা স্বাভাবিক শিশুদের মতোই লেখাপড়া করতে পারে। আবার অনেকের গাণিতিক দক্ষতা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। তাই কোনোভাবেই তাদের পিছিয়ে পড়া

শিশু ভাবা যাবে না। বরং তাদের দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের সবাইকে পাশে থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের অভিনব পাঠদান পদ্ধতি, বিশেষ থেরাপি এবং প্রতিটি শিশুর পৃথক দক্ষতা শনাক্ত করে তাকে সে বিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলে।”

মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ১৮তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, “প্রতিটি শিশুই সৃষ্টিকর্তার উপহার। কোনো শিশুই সমাজের বোঝা নয়। অটিজম নিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে অনেক দূর এগিয়েছে। কুসংস্কার দূর করতে সমাজে ব্যাপকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।”

তিনি বলেন, “অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে অটিজমে আক্রান্ত সন্তানকে সমাজ থেকে আড়ালে রাখেন, যা সন্তানের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। অথচ সময়মতো সঠিকভাবে অটিজম শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিলে তাদের জীবনেও অনেকটাই স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।”

অনুষ্ঠানে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আব্দুল লতিফ শেখের সভাপতিত্বে এবং সহকারী পরিচালক মো. মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য সংস্থার চিকিৎসক ডা. কমলেশ, এম মাহমুদ হোসেন সাচ্চু প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখন আহমেদ, এনডিডি স্কুলের অধ্যক্ষ আফসানা বেগম, অভিভাবক সাফিনা ইয়াসমিন ও বদরুন্নাহার বেগম প্রমুখ।

এর আগে “স্নায়ুবৈচিত্র্যকে বরণ করি, টেকসই সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১৮তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আব্দুল লতিফ শেখ জানান, কুষ্টিয়া জেলায় বর্তমানে ৬৭ হাজার ৯০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। এর মধ্যে ৫৬ হাজার ৫৬০ জন সরকার নির্ধারিত ভাতা পাচ্ছেন। জেলার

২টি সরকারি ও ১৫টি বেসরকারি এনডিডি (অটিজম ও প্রতিবন্ধী) স্কুল রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অটিজম দূর করতে চান পুতুল

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের (এসইএআরও) আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হলে এ অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য নীতি ও অনুশীলনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করার পরিকল্পনা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সম্প্রতি এসইএআরও আঞ্চলিক পরিচালক পদে তাকে মনোনয়ন দেয় সরকার।

এসইএআরও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছয়টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে একটি, যা সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। এর সদস্য দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভুটান, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং পূর্ব তিমুর।

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, একটু মমতা পেলেই তারা নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন। এ দেশে এমনই এক বাস্তবতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য উত্তরসূরি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। তিনি শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রথমসারির ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের এই সদস্য যুক্তরাষ্ট্রেরে ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্বে স্নাতকোত্তার এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি নেন স্কুল মনস্তত্বে। সেখানে পড়তে পড়তে গবেষণা শুরু করেন বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়ন নিয়ে। তাঁর এই গবেষণা শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ফ্লোরিডার একাডেমি অব সায়েন্স।

ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষে অটিজম নিয়ে কাজ শুরু করেন পুতুল। ২০০৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁকে হু অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দেয়। একজন স্বীকৃত মনোবিজ্ঞানী এবং অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবেই তাঁর এ অর্জন। শিশুদের অটিজম এবং স্নায়ুবিক জটিলতাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন ২০০৮ সালে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কাজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়।

আমাদের দেশে দেড় দশক আগেও অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের উদাসীনতা যে কোন পর্যায়ে ছিল তা জানেন একমাত্র ভুক্তভোগীরাই। শুধু যে মর্মান্তিকভাবে তারা অবহেলিত হয়েছে তাই নয়, হতে হয়েছে পরিবার ও সমাজের চরম নেতিবাচক মানসিকতার শিকার। পরিস্থিতি এমন জায়গায় চলে গিয়েছিল যে, অটিস্টিক শিশুরা যেনো সমাজের বোঝা। সেই সব পরিবারকে আশার আলো দেখিয়েছেন পুতুল। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ওপর দৃষ্টিভঙ্গিগত ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন তিনি। এখন সাধারণত কেউ অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের লুকিয়ে রাখে না।

পুতুল সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান ডা. পুনম ক্ষেত্রপাল বলেছিলেন, ‘পুতুল তাঁর নিজের দেশ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অ্যাজেন্ডায় অটিজম ইস্যুকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে যে কাজ করছেন তা অভূতপূর্ব। একই সঙ্গে অটিজম বিষয়ে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক মনোযোগ আকর্ষণ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কাজের উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশে অটিজম দূর করার কর্মসূচি নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।’

ড. ক্ষেত্রপাল বলেন, ‘পুতুলের চেষ্টায় এই অঞ্চলের ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অটিজম নিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। দশটি মেডিক্যাল কলেজে শিশুদের অটিজমজনিত সমস্যা শনাক্ত করার জন্যে বিশেষ ইউনিট চালু করা হয়েছে।’

শিশুদের অটিজম এবং স্নায়ুবিক জটিলতা-সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পুতুলকে ‘হু অ্যাক্সিলেন্স’ অ্যাওয়ার্ড দেয় ২০১৪ সালে। বিশ্বখ্যাত এই মনস্তত্ত্ববিদ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান অটিজম স্পিকসের পরামর্শক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্য ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডেরও সভাপতি তিনি। তিনি